Book review - Shramana (ahalya) by Mrinal Ghosh

শ্রমণা

মাদল সংখ্যা ১৪২৬

সম্পাদক

চন্দ্রাণী বসু

প্রচ্ছদ

ধীমান পাল

আলোচক : মৃণাল ঘোষ

কেন জানি মনে হয় সমালোচক হতে গেলে আগে ভালো পাঠক হওয়া জরুরী। আর আমি পাঠক হিসেবে বরাবরই পেছনের সারিতে।

এই মুহূর্তে যেটা লিখছি মানে শ্রমণের অহল্যা সংখ্যার বিষয়ে সেটাকে সমালোচনা না ভেবে একটা সাধারণ পাঠ প্রতিক্রিয়া হিসেবেই দেখার অনুরোধ রাখছি। প্রথমে যে ব্যাপারটা না বললে নয় সেটা হল পত্রিকাটির প্রচ্ছদ নির্মাণ। একটা ব্যতিক্রমী ভাবনাকে উপহার দেওয়ার জন্য শিল্পী ধীমান পালকে জানাই অনেক ধন্যবাদ।

লেখার ব্যাপারে একটা অপ্রিয় সত্যি কথা বলি, সেটা হল সব লেখা একজন পাঠকের সমান ভালো নাও লাগতে পারে। একজন পাঠকের দৃষ্টিকোণে বলছি, আমি নিজেও সব লেখায় স্বচ্ছন্দ নই, যেমন এই মুহূর্তে পাকশালার পান্ডুলিপিতে চিকেন চক্রান্ত পেয়ে বেসনের কারি আমার চোখে পড়ছে না আর রসমালাই ? সেখানে আবার ডাক্তারের রক্তচক্ষু ...

যাই হোক আমি মানুষ হিসেবে বরাবরই ব্যাক বেঞ্চার। যেখানে মানুষ শেষ করে আমি সেখান থেকেই শুরু করি ...

স্লেট পেনসিল বিভাগে সপ্তদীপ তরফদারের ছবিটাতে চোখ দুটো ভীষণ জীবন্ত লাগলো ...

হাইফেন গল্পটা ভালো লাগলো। যদিও বিষয় নির্বাচন একটু পুরানো হলে লেখার দক্ষতায় উতরে গেছে।

অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ঠিক না হলে সার্বজনীন উন্নয়ন সম্ভব হয় কি ? হলুদ পলাশ গল্পটার বাঁধন ভালো হলেও এই একটি জায়গায় প্রশ্ন থাকলো।

সমীক্ষার প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় শিশু নিগ্রহের সাথে জড়িত মানুষগুলো ভিক্টিমের খুব পরিচিত হয়, শুনতে খারাপ লাগলেও এটা ভীষণ ভাবে সত্যি। জানোয়ার গল্পে ছোট্ট পরিসরে সেই অবক্ষয়ের সমাজটারই পরিস্ফুটন ঘটেছে প্রতিটি ছত্রে।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজকে পরিচালনা করতে গিলে শৃঙ্খলের প্রয়োজন হয় বৈকি। তবে সেই শৃঙ্খল যদি গলার ফাঁস হয়ে যায় তবে শৃঙ্খলার আড়ালে মেরুকরণটাই প্রকট হয়ে যায়। নিয়মের বেড়াজালে গল্পটা সেই

Book review - Shramana (ahalya) by Mrinal Ghosh

সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপরে লেখা। ভালো লেগেছে ...
পরিবর্তনের নামে ধ্বংসের মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। প্রবাহ গল্পটার হাত ধরে অপেক্ষায় রইলাম একটু আলোর ...
খরপ্রভা আর চন্দ্রমা গল্পটিতে ঐতিহাসিক পটভূমিতে ভাবনার বিস্তার পরিস্ফুট হল ...
আমার কৈশোরের অনেকটা সময় কেটেছে মেট্রো রেলের স্বপ্ন দেখে। রোজ সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করতে হত নেতাজিনগর কলেজে তারপর খালের ধার ধরে কুদঘাটে টিউশন। রোজ শুনতাম মেট্রো হবে আর আমাদের পাড়ায় সন্ধ্যা হলেই লোডশেডিং কমবে। একদিন মেট্রো এল, লোডশেডিং কমল, উচ্চ বাতিস্তম্ভের আলোয় হারিয়ে গেল কত চেনা মুখ। স্মৃতির সাঁকো ধরে ফিরে গেলাম আমার অতীতে ...
উৎসব লেখাটায় এক অদ্ভুত মায়া অনুভব করলাম।
খুব অল্প বয়সে সংসারের হাল ধরতে হয়েছিল। সাধ আর সাধ্যের টানাপোড়েনে কখনো জিতেছি কখনো হেরেছি। স্বভাবে ঘরকুনো, বাউন্ডুলে ব্যাপারটা অমিল তবু ইচ্ছে ডানাটা আজও সবুজ। অধ্যান শিবের মায়াপাহাড়ের পড়তে পড়তে হঠাৎই মনে হল দাঁড়িয়ে আছি সিঁদুর মাখা বজরংবলীর সামনে ...
প্রতিসরণ বিভাগে ... দুর্গা এক কথায় অনন্য
রম্য রচনায়এক্সিডেন্ট খুব ভালো লেখা। হাসির ছলে ফুটে উঠেছে সমসাময়িক প্রতিচ্ছবি। ভাবছিলাম সত্যিই পটল তোলার আগে ইনবক্সের চ্যাটিং গুলো মুছে ফেলার এখনও অবকাশ আছে বৈকি। নাহলে নরকে বসেও কথায় কথায় জিভে কামড় খেতে হবে ...
বিয়ের গেরো ইলিশ চিংড়ি এবার শোভা পাবে একই পাতে। পড়ুক ... পুড়ুক ক্ষতি নেই। ভালো থাকাটাই হোক জীবনের সারকথা।
অথঃ কুরুক্ষেত্রম এই লেখার উপর কলম চালানোর ধৃষ্টতা আমার নেই।
বাঁজা... অসম্ভব একটা ভালো গল্প পড়লাম। শব্দের ব্যবহার লেখার মুন্সিয়ানা একে অপরকে ছাপিয়ে গেছে বারবার।
শরণাগত গল্পে আলোর খোঁজ পাওয়া গেল না। অবশ্য সব অন্ধকারে আলোর খোঁজ অর্থহীন। তবুও কেন জানি মনে হয় ...
উষ্ণতা নাই বা দিলে, প্রদীপ জ্বেলো দ্বারে
উত্তরণের পথে ... বহু বছর পর পর্বতদুহিতা ফিরবে তার ঘরে। জানা নেই তার আগমনী বার্তায় সেজে উঠবে কিনা আমাদের গর্বের ভারত ? ভালো গল্প তবে বানানের বিষয়ে আরেকটু সতর্কতার আবশ্যকতা ছিল।
পরমা ... মানবী হয়ে ওঠার গল্প। সত্যিই তো আমরা তো সবার আগে মানুষ। মানুষের প্রতি মানুষ বন্ধুত্বের হাতটাই বাড়াক, সহানুভূতির হাত বাড়াবে কেন ?
শঙ্খ লাগা ... সাহসী গল্প। তবে গল্পের পাঠকের চাই বিস্তৃত উঠান। কবিতার পাঠকের মতো তারা অল্পে সন্তোষ প্রকাশ করে না।
দুপুরের গল্প... অসাধারণ চিত্রপট। সাবলীল কলম। চাইলেই ভালো থাকা যায়, সামাজিক ট্যাবুটাকে ভাঙা যায় না শুধু ... গাঁদা ফুলের মালা... অনুভবে রাখলাম এমন গল্পকে। বুঝে উঠতে পারছি না ... উপেক্ষা না অসহায়তা কে কার পরিপূরক ?

Book review - Shramana (ahalya) by Mrinal Ghosh

আবর্ত ... সামাজিক অবক্ষয়ের মাঝেও মূল্যবোধের অস্তিত্ব রক্ষার গল্প ... ভালো লেগেছে।
বিলীন কিছু যুদ্ধাস্ত্র... তথ্য সমৃদ্ধ হলাম।
প্রাচীন অনেক অস্ত্র সম্পর্কে জানলাম অজানা অনেক কিছুই।
অসামাজিক ... শিবশঙ্কর বাবুর চরিত্রটা ভীষণ ভাবে টানলো। সোস্যাল মিডিয়ার জগতটাকে অনেকেই ভাবে মেকি, আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি একটা সময় পর প্রতিটা সম্পর্ককেই কিছু পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, খামোকা একটা মাধ্যমকে দোষ দিয়ে কি লাভ। ভালো লেখা ...
নাগরদোলা... সম্পর্কের টানাপোড়েন
নিখুঁত গল্প। দিনের শেষে অনেক জটিল সমীকরণগুলো অনেক সময় সহজ হয়ে যায় ...
বেশ কয়েকটি ভালো কবিতা পড়লাম।
অতিরঞ্জিত নয়, অহেতুক রূপকের বাড়াবাড়ি নেই, আছে নিটোল কিছু শব্দের খেলা। সব থেকে বড় কথা হল কবিতার অনুভব তো ব্যক্তি ভেদে স্বতন্ত্র হয়, সেই জন্য এই অধ্যায়টিকে দীর্ঘায়িত না করাই বোধহয় শ্রেয়।
যাই হোক যে কথাটা না বললে নয় ...
দীর্ঘদিন বাদে একটা পত্রিকাকে এতোটা খুঁটিয়ে পড়লাম। কেন পড়লাম ? জানি না।
দায়িত্ব পালন করলাম না ভালোবেসে ?
সেই প্রশ্নটারও সঠিক উত্তর নেই। তবে একটা জিদ অবশ্যই ছিল। আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি এই জিদটাই আমার শক্তি হয়তো মুক্তি ...ও।
আশা রাখছি সম্পাদক চন্দ্রাণী বসুর অদম্য মনোবল সাথে টিম শ্রমণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আগামীদিনে শ্রমণ প্রকাশনার হাত ধরে আরও সুদৃঢ় এবং মসৃণ হবে শ্রমণের পথ। সবাইকে অনুরোধ করবো একবার হাতে তুলে দেখুন, পড়ুন ... কথা দিচ্ছি নিরাশ হবেন না।